তারা মা।

প্রাতঃপ্রণাম।

প্রাতঃনামিম তরুণাকুণ্ডভাসম
অজ্ঞানসমরাশিবিনাশিনী তাঁ।
যা হস্তি সর্বজগতামলিঙ ব্যালীকং
মাতা যথা স্নেহমুখোষ্ণ করেন মাটি।॥ ১ ॥

জিনিয়া অরুণ-কোটি যাহার প্রকাশ,
অজ্ঞান-তিমির ঘোর যে করে বিনাশ;
জননী পুত্রের অশ্রু মুছায় যেমন,
তেমনি সবার দুঃখ যে করে মোচন;
সেই বিশ্বজননীর পদে বার বার,
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ১।

প্রাচী সমর্পণতি যাঁ নবরাগকরী
বালকনোহিতজবাকুস্রোতেন নিভাঙ।
যাঁ শেবতে স্নৈহিতিবিভক্তবায়ু;
তাঁ বিস্মৃতরমহঃ প্রণতোংশি দেবীঃ॥ ২ ॥
এমনাতের সমুচিত শীতল পর্ব
বার অনেক মন্দ মন্দ করিছে বীজন;
পূর্বদিকে নব রাগে রঙ্গিত হইয়া,
তরুণ-সরুণরূপ রক্ত জবা দিয়া।
গগন-মন্দিরে নিত্য পূজা করে যার,
সেই বিশ্বজননীরে করি নমস্কার। ২।

গায়ত্রী যদুগণীন মণ্ডল বিহঙ্গঞ্জ।
পশ্চাতে যামিগি সরাংসি সরোজনকেতীতেঃ।
থোঁনমতলুকলভঃ শিশিরাঙ্গসিনীভঃ
গ্রান্তমামি গুড়দাঙ্গ পরমেশ্বরীঃ তাং। ৩।

পাখীরা মধুর স্বরে যার গুণ গায়,
সরৌজা পল্লি-নিলে যার পানে চায়;
তরু লতা যার প্রেমে হ'রে নিমগন
অজ্ঞন তূঘার-অজ্ঞ করে বরমণ,
পরমা ঈশ্বরী সেই সর্বমঙ্গলার—
চরণে প্রভাতে আমি করি নমস্কার। ৩।

অশ্বঘাতিকিশ্বভাস্কাপি য বচন্তী
ভাগ্যরাশি মলমূতলবাণশ্চেষ্যান।
নৈবুদ্ধিকিরিতি বর্ষের কীর্তিঃ
রন্দেহস্তূং প্রতিতবারণাংকারিীতা তাং। ৪।
তারা না।

মল মৃত্ত শবদেহ করিয়া বহন,
গঙ্গা তাহে অপবিত্র হয় না যেমন,
তেমনি অম্পুর্ণ পাপী ল'য়ে শত শত
অশুচি না হয় যেই, নাম বাড়ে তত;
পতিতপাবনী সেই ইন্দ্রেবতার—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৪।

যোগীশ্বর স্থবরে বিভূষণরোহপি
কঙ্কঃ পাদাম্ব গুরূবানু হৃদয়ে স্বর্ণ যৎ।
ধ্যানেকতানহরদয়ম গীতঃ মুনিন্দ্রঃ
গ্রাত্নমামি তদহং পদমস্বিকায়॥ ৫॥

যোগীশ্বর স্থবর সে বিভূ শক্তর
বুক পাতি’ যে পদ রাখিলা হৃদি-পর;
মহাযোগে মুঃনিগণ হ’য়ে নিমগন
হৃদয়ে সদাই ধ্যান করে যে চরণ;
সেই দ্রষ্টার্থী মার চরণকলে—
প্রভাতে প্রণাম আমি করি কৃতুহলে। ৫।

যথা সমৃদ্ধঃ সরিৎঃ সমতঃ
গৃহাস্থি যেকঃ সমমেব সাঙ্কান।
ন যত লিঙ্গ ন বয়সন ন জাতিঃ
নিজঃ গরো বাপি নমোহং তত্তৈ॥ ৬॥
ভারা মা।

সমভাবে নিজ গর্ভে সমুদ্র যেমন
শত শত নদ নদী করয়ে ধারণ,
তেমনি যে ছোট বড় সবারে সমান
আপন অমৃতময় কোলে দেয় স্থান;
জাতি লিঙ্গ বয়নের না করে বিচার, (১)
নাহিকে। আপন পর প্রোভিদ যাহার;
সেই বিশ্বদেবভাই পদে বার বার,
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ৬।

জীবের হিসি দেহ নহি জাতু জীবেরোৎ
নষ্ঠাৎপি নষ্ঠেৎ নহি জীবনে চ।
সমক্ষে একন্ত প্রোভে নিরুৎ
সার্থ যদি তাই প্রণমান্দি দেবীঃ। ৭।

সমস্তা যাহার সনে সমভাবে রয়,
দেহ জীর্ণ হইলেও জীর্ণ নাহি হয়;
হ'লেও জীবন ক্ষয় নাহি পায় ক্ষয়,
বিদ্যা-স্তোত্র-প্রলয়ে নাহি পায় লয়;
প্রভাতে উঠিয়া সেই ইকুদেবভাই—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৭।

(১) 'ণাটি'—ব্যাসণ, শুক্র, ইত্যাদি জাতিভেদ। 'লিঙ্গ'—গৃহ পুরুষ
ইত্যাদি লিঙ্গভেদ।
তারা মা।

সূৰ্য্য নিশাচার গতচেতনং মাম।
অতীর্ক্তানাং বিপদাং শতেভঃ।
বা দেবতা পাতি কৃপাগম্যস্তে।
নামানি তাং সুফলতারিপীং মাং।।

রাত্রিতে যুমায়ে আমি হ’লে অচেতন,
অজ্ঞাত বিপদ কত আসে অগনন; 
সে সময়ে কৃপা-কোলে যে মোরে লুকায়,
সুফলতারিপী সেই নমি মার পায়। ৮।

যদেব মৃত্যোত্তমনানি চেতঃ।
যা মে কৃতাঙ্গভঃ বদ্ধতি।
ভবে গতিঃ কিল দেবতৈকঃ।
তাং মাতরং প্রাতঃহং নামানি। ৯।

যম-ভয়ে অবসম্ভ হইলে হৃদয়,
মাতি মাতি রবে যে দেয় অভর;  
যে জননী একমাত্রে গতি সবাকার,
প্রভাতে তাহার পদে করি নস্কার। ৯।

নামেব যতঃ গলাধর নেত্রম্
আননদনৌহ উদ্ভিত কোপিঃ।
তাপঃ প্রশাসিত ফলস্য কামাঃ
তাং দেবতাং প্রাতঃহং নামানি। ১০।
যার নামে নয়নে প্রেমাক্ষ-ধারা বয়,
ফি এক আনন্দরাশি উচ্ছলিত হয় !
শান্ত হয় সর্ব তাপ, পূর্ণ হয় কাম,
প্রাতে সেই দেবতার চরণে প্রণাম । ১০ ।

প্রোডাসওক্তী জগদ্যত্রাস।
সঙ্গাবত্তী দয়া চ বিখ্যং।
অমোধাদ্যাযাবিভূতিহরুত।
তাং কোটিক্রুষ্ণ প্রশ্নমায়ি দেবী বৈ । ১১ ॥

রূপের ছাটায় যার বিশ্ব আলোকিত,
আকাশ পাতাল যার দয়ায় গ্রাবিত ;
অনষ্ট ঈর্ষ্য যার মহিমা অপার,
কোটি কোটি নমকার চরণে তাহার । ১১ ।

কীর্তিক সদা ঘোষণতে যদ্যোত
স্তুতি চ স্তুতি চ জংল স্তুতি খন ।
শুনা মনোবার্তিয়া ন যজ্ঞ
সস্ত্রম তাং প্রশ্নমায়ি শখং । ১২ ॥

স্তুতি, সুক্ষ্ম, জল, স্তূল, শুষ্ক, চরচর,
যার কীর্তি ঘোষণা করিয়ে নির্মত স্তুতি ;
বাক্য মন হারি মানে গুণগানে যার,
সস্ত্রম তার পদে নমি বার বার । ১২।
তাহি মা \\

যৎ কিঞ্চবেদেবায়ত্নং প্রমাণভাবং \\
যজ্ঞাজ্ঞ চ তৃণপত্রঃ চ তৃণতাত্ত্ব \\
আত্মাপ্রমাণঃ স্বয়ম্বা ক্ষেত্র \\
কৃতার্জুনীনা রামনী নমঃ \\
\\
তুলনা দিবার বস্ত্র যে আছে যথায়, \\
তৃণতুল্য হয় সব যার তুলনায়; \\
যে দেবতা আপনার তুলনা আপনি, \\
করযোভে নমি সেই বিশ্বের জননী। ১৩।

সহস্রবীৰ্যত্নিৰ্মুল্যকারীঃ \\
ওক্তারশৈরিঃ দর্শে মধীম। \\
যা পুরোপুরঃ নিরিদে \\
বন্দেহ্মোক্তারমহীং পরাং তাং। ১৪।

গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত জগৎ নিত্যক, সে সময় যে দেবতা, সহস্র সহস্র বীৰ্য ব্যাপ্তারের স্মরণে ওক্তার-শ্রদ্ধা আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিতে থাকে, সেই ওক্তারমহী পরমেশ্বরীকে নমস্কার। ১৪ \\
তারে বক্তমহী! প্রভুতনমস্কারং গৃহাণ মে। \\
নামঃ মতিরাত্যাং মে সত্যপাদকলমলিন। ১৫।
\\
ও মা তার! রক্তমহী! লহ নমস্কার, \\
তব পদে এই মিনতি আমার,—
ও পদ-কমলে বঁধা থাকে যেন মন,
অন্য কিছুতেই যেন না করে গমন। ১৫।

বোধন।

হরদবিষমূলে নিহিতেন্ত্রিজ্জ্বাং
জীবে ঘটে ভক্তজলে পূর্ণঃ।
হে মাতরানন্দময়ি! স্মেহি
বীক্ষে শাশান্ন সকল বিনা স্বাং ॥ ১৬॥

হরদি-বিন্দুতরু-মূলে অতি যত্ন করি
পাতিয়াছি আত্মা-ঘট ভক্তি-জলে ভরি
কর মা আনন্দময়ি! ঘটে অধিষ্ঠান,
তোমা বিনা হেরি আমি সকলি শ্রদ্ধা। ১৬।

অহং তনীরাং ধ্রুমনন্দমূঢ়ঃ
সমস্তবিশেষি ন মানমেহি।
বিষন সূর্যে। জলবিন্দুমধ্যে
যথা তথা সে হৃদয়ে বিশ স্বাং ॥ ১৭॥

বিন্দু আমি, সিদ্ধু তুমি—অসীম অপার,
সমস্ত একাঙ্কনে স্থান না হয় তোমার;
বিন্দু-জলে বিন্দুরূপে প্রবেশে ভাস্কর,
তেমতি প্রবেশ তুমি আমার ভিতর। ১৭।
তারামা।

সংসারপূপ্ত রস বিষাক্তি
গীতা বিমূচে মম জীবনহৃদঃ।
ছে চেতনাদায়িনি! চেতন স্বং
সপ্তদশী স্নান প্রাদায়॥ ১৮॥

বিষময় সংসার-পূপ্তের মধু পিয়া
জীব-স্নাত আছে মোর মৃদ্ধিত হইয়া;
চেতনাদায়িনি! গো মা! করহ সজ্জন,
পদ-কমলের হৃদি করিয়া প্রদায়। ১৮।

স্বভাবমপি ব্যাপা চরচরে স্নাং
প্রাণামি নৈবার্ধন্তে বতাহং।
চক্ষুঃ সমুমান্নলয় সারসে। মে
স্বং জন্ম দুঃখ সফল করোমি॥ ১৯॥

সর্বময়ী তুমি গো মা! আছ সর্ব ঠাই,
তবু হায়! অম্ব আমি দেহিতে না পাই;
ছে সারদা! জীন-চক্ষু দাও ফুটাইয়া,
জনম সফল করি তোমারে হেরিয়া। ১৯।

বীক্ষে তমোক্তে নহি বদ্ধামি স্নাং
তথাপি তারে! মুহরাহ্রমায়ি।
মায়েতি শষণ তনয় রদক্ষং
ক্রোড়ে কিমস্কং ন করোতি মাতা॥ ২০॥
যদিও মোহাম্ম আর্মিং দেখিতে না পাই,
তথাপি তোমারে তারা! তাকি মা! সদাই;
অন্ধ ছেলে মা-মা বলে তাকিলে কাতরে,
অন্ধ বলে মা কি তারে কোলে নাহি করে? ২০।

অকিঙ্কনোহঃ বত দীনমাতঃ!
দাতামি কিংবা চরণে নিঢীয়ে।
দীনুত্ত মে কেবলমুখ্য সারং
তদেব নিত্যং চরণেং পর্যামি। ২১।

হা দীনজননি তারা! আর অকিঙ্কন,
কি দিয়া পৃজিব গা মা! তোমার চরণ?
একমাত্র নেত্রজন দীনের সম্মল,
তব পদে ঢালি আমি তাহাই কেবল। ২১।

জীব-প্রবোধন।

জীব জীব, তুমি যে বিষয়ের কথা
তারেতি নামকরমেব জন।
রে জীব! বীতামপুঙ্ক্তু বুঝ।
পুস্তসি ধামামুধেব অর্ধুম। ২২।

বিষয়-অবধে কেন ঘুয়ে হও সারা?
সহগে বল রে! জীব! তারা-তারা-তারা;
শোক ভাপ দূরে যাবে পলাবে শোন,
অচিরে আনন্দধামে করিবে গমন। ২২।

ফলো যদি ভাবিসি লোভনীয়
সর্পক্ত কামতি কোরিয়া কিং তত্ত।
রে জীব! বৈবস্বতবোধিতে
ভবে তথা কিং মমতং করোসি ॥ ২৩॥

হলেও হৃদর ফল, সর্পে যদি খায়,
সে বিয়াক্তি ফল আর কে লইতে চায়?
কালরূপী সর্পে যাবে, করেছে দংশন,
সে সংসারে ওবে জীব! কেন আকিঙ্কন?। ২৩।

যথাহি মৃত্যু বিলঃ ভূজঃ
কায়ে কুভাতঃ প্রবিশ্বত্যালক্ষসঃ।
মা দেহসাগে ভঙ্গ জীব! নিদ্রাম
তারাপদস সংশ্রু পীরমেব ॥ ২৪॥

মৃত্যুষ-বিগ্রহে সর্প প্রবেশে যেমন,
অলঙ্কিত আসে কাল এ দেহে তেমন;
রে জীব! এ দেহ-ঘরে যুখাঁ ও না আর,
অভয় চরণ পীত্র ধর তারা-মার। ২৪।
সদা কষ্টাতিক্ষুলভ কিরীতে কিলেকঃ

'মা'-নাম শান্তিহত্তীতিবিশিষ্টনি।

রে জীব ! তত্ত্বিন্তেরে যাবৎ
পাতাহার তাবৎ জলধিরকুণ্ডে। ২৫।

এ জীবন রোগে শোকে সদা দহমান,

'মা'-নাম কেবলমাত্র জুড়াবার স্থান

রে জীব ! 'মা'-নাম তুমি তুলিবে যখনি,
জলধি অনলকুণ্ডে পড়িবে তখনি। ২৫।

রে জীব ! পাপীতি বিভেদি কিং স্বং
তারপদ রীতিহরু ভঙ্গ ক।
দয়াময়ী মাটি করেণ বাৎসং
তন্তী যে ধারয়তে রুদ্রতৎ। ২৬।

পাপী বোলে ভবি তুমি কর কি কারণ কি,
ধর জীব ! তারা-মার অভয় চরণ;
মা-মা বোলে কেদে কেদে যে পড়ে সে পায়,
দয়াময়ী তারি অধ্বু বহ্ষতে মুছায়। ২৬।

এহেহি রে পুত্র ! মাতুরকে
তাবদমাকারিয়ত শুন তং।
সংসারলীলাং পরিহ্রত্য দুরে
ক্রোড় ক্রতঃ গচ্ছ জগজন্মন্ত্র। ২৭।
তারা না।

“আয় রে মায়ের বাচ্চা! মায়ের কোলে আয়!”—
ওই শুনি! তারা কত ডাকিয়ে তোমাকে;
রে জীব! এ ভব-লৌলী দূরে পরিহরি,
জগন্নননি-কোলে চল স্বরা করি। ২৭।

তারানামসমূহের নাম কদাধবন মহাবনে।
প্রেমসীতি হৃদ। ব্যাক্তি ব্যাক্তি বা ধারণামহয়ম। ২৮।

তারা-নাম- হৃদ-পানে উন্মুদ হইয়া,
করে আমি ঘোর বনে যাইব ধাইয়া?
সাপিনী বাধিনী বনে করি দরশন,
প্রেমসী বলিপ্রবৃদ্ধি করিব ধারণ। ২৮।

নার্য্যে। নরা হে পশ্চিমভূক্তীয়াঃ
প্রেমময়া বিদ্যঃ সকলভেদা:।
পরস্পরালিঙ্গঃ
ভারত সর্বে সম্বন্ধি সর্বভারত। ২৯।

নর নারী পশ্চিম পশ্চিম কীটাঘি সকলে,
ভেদাভেদে তুলি সবে এস ! কুটুলনে;
গলাগলি করি মৌরা মিছি এক ঠাই,
এক প্রাণে এক তানে তারা-নাম গাই। ২৯।
তারা ন মাতা মম বা পরং তে
সা বিশ্বমাতা বর্মেকমূলঃ।
ততঃ কথং ভিন্নপথं ভজমঃ।
সমর্য সর্বে জননীঃ ব্রজামঃ || ৩০ ||

তারা তো আমারি নয় অথবা তোমারি,
তোমার আমার সে যে জননী সবারি ;
তবে কেন ভাই ভাই থাকি ঠাই ঠাই ?
সবে মিলি' এস ! সেই মার কোলে যাই। ৩০।

আয়ান্ত মূর্ধন্মৃত্যুমাতিকুণ্যবন্ধঃ।
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমুদ্ধিমন্তঃ।
নানাদেরো নচ ভরং নহি তত্ত লজ্জা।
সর্বে সমাধিকৃতঃ খলু মাতুরকঃ || ৩১ ||

আয় রে চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান !
আয় রে দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান !
নাহি তথা লজ্জা ভয় মান অপমান,
মার কোলে অধিকার সবারি সমান। ৩১।

বদন্ত সর্বে জন তারিখেতি
প্রয়াতু দূরং চক্ষতঃ কুতাংকঃ।
যদ্বামতো দীর্ঘতি কালদৃঢঃ
তত্তঃ স্বতঃ বিভিষ্ঠি কিং কুতোহপি || ৩২ ||
‘জয় তারা’ বলি সবে করু জয়বল্মনি,
হরমুক্ত কৃত্তাত্ত ভয়ে পলায়ে অমনি ;
যার নামে যমদণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়,
তাহার সন্তান মোরা কারে করি ভয় ? ৩২।

বলিদান।

জগদম্ব। মানবদেহস্থ পঞ্চভূত-রূপী ও একাদশ-
ইন্দ্রিয়-রূপী (১) পশুগণকে যজ্ঞের জয়ই স্থঃ
করিয়াছেন। আজি জগদম্ব পুজা—মহাযজ্ঞ।
অতএব তাহারই প্রতিকামনায় উহাদিগকে বলিদান
করিতেছি। ৩৩।

সর্বভূতের দ্বারা হি সর্বভূতাত্মাত্মাত্মাত্মাত্মাত্মাত্মাত্মায়।
‘রক্ষ মাং নিজভূতেভো। বলিয় ভূতজ নমোংস্ত তে’ ৩৪।

তারা মা! তুমিই সর্বভূতের অধীশ্বরী, সমস্ত

(২) ‘পঞ্চভূত’—গিরিত, জল, ভূত, বায়ু, আকাশ। ‘একাদশ ইন্দ্রিয়’—
চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহরা, ব্রহ্ম, হাত, পদ, পায়ু, উপর, বাক্ত, বন।
ভূত হইতে তুমিই অভয় দান করিয়া থাক ; এই সকল ভূত হইতে আমাকে রক্ষা কর ; তুমি এই বলি উপভোগ কর ; তোমাকে নমস্কার । ৩৪।

যথা সমুদ্র সমর্পণ নদং
প্রাণক্লোলরম। ভবতি।
ভূতেঃপ্রিয়াং তথেতি। তত্ত্বং
বিকারেকুতানি ভট্ট শাস্ত্রীম॥ ৩৫॥

যেমন মহাসাগরে মিলিত হইলে, নদীগণ,
তরঙ্গ ও কোলাহল হইতে মুক্ত হয়, তোমানি, হে
সর্বেশ্বরি ! তোমাতে মিলিত হইয়া আমার পঞ্চ
ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ( জম্ম, জরা, মরণ এবং
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ) বিকার হইতে
মুক্ত হইয়া অবস্ত শান্তি লাভ করক । ৩৫।

( ইতি তৃতীবলি )

দেবি ! মহাবিষ্ক্রন্ত প্রীতে জগদ্বিখৈ।
প্রদায়ি বলিং তুভাং মে মোহমিহাস্ত্রুম॥ ৩৬॥

মা জগদ্বিখাঁ ! তুমি মহিষের রক্ত পাইলে বড়ই
তুষ্ট হও ; তাই আমার মহোরগী মহিষকে ছেদন
করিয়া তোমার পদে বলিদান করিলাম । ৩৬।

( ইতি মহিষবলি )
ভার মা

দেহাভিমাননিগড়েন দৃঢ় নিবদ্ধঃ
এই হইতি রৌখি করুণঃ মম জীব আন্তঃ।
তথায় বসন্তবশাক্তমুক্তিকামঃ
তঃ তারিণীপদতলে বলিমপ্রামি ॥ ৩৭ ॥

এই ভৌতিক দেহে অভিমানরূপ(১) হস্তরূপ পাশে নিবদ্ধ হইয়া আমার জীবাত্মা। কাতর স্রে পরীতাহি বলিয়া চিকার করিতেছে। আজি সেই জীবাত্মার বসন্তবশ হইতে অক্ষর-মুক্তি-কামনায় তাহাকে তারা মার চরণে বলিদান করিলাম ৩৭।

যেনন্ধনৈক্ষিণিকবিপ্লবদানাং
মুক্তোংস্ত জীবন্তে ভবধৃঃবন্ধনাৎ
পুনর্বাপ্প পরিহার্য সাদ্য
শিবফুমনদশেং প্রয়াজতু॥ ৩৮॥

যজ্ঞকথা যে জীবাত্মকে বলিদান করায় জীবাত্মা ভবধৃঃক্রূপ বসন্ত হইতে মুক্ত হউক, এবং পশ্চাদপ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় শিবভাব লাভ করক। ৩৮।

(ইতি জীববলি)

(১) "অভিমান"—অংশ-রুদ্ধি, অর্থাৎ দেহে ‘ব্যাপি’ এই জ্ঞান।
বিশেষভাবে কৃষ্ণাময়ী মা ।
সর্বে স্ন্তা এব বিস্তারণ তদীয়াঃ ।
মা জীবিনাঃ কুল দেবতাচ্ছে ।
মাতা প্রসীদেৎ স্তবঃ তথাতেক কিম্ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণাময়ী তারা মা সর্বজ্ঞানের একমাত্র
জ্ঞানী । আমরা সকলেই তাহার সন্তান । সেই
বিশ্বজ্ঞানীর পুজ্যায় কেহ জীবিনাঃ করিও না ।
মা কি পৃথিবীতার উপর প্রসন্ন হন ৷ ৩৯ ।

সর্বভূতঃ ভূতেভূত সন্ম ব্যস্তত্ব ।
ভূতে প্রিয়া প্রিয়া দেবতারৈ ।
তত্ত্বজ্ঞানে মানব । তাগতার্থঃ ।
ভূতে প্রিয়াংগ্রামবলিঃ প্রসন্ন ॥ ৪০ ॥

হে মানব ! যিনি সর্বভূতে সমভাবে বাস
করিতেছেন, যিনি সমস্ত ভূত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহারি প্রীতিকামনায় তদগত-
চিত হইয়া। তাহারি চরণে তোমার পঞ্চ ভূত ও
ইন্দ্রিয় সকলকে বলিয়া কর (১) ৪০ ॥

(১) অর্থাৎ দেহ, মন, আত্মা, সকল ভগবান সমগ্র করিয়া নিজের
অন্তিম এককালে বিলুপ্ত কর ।
তারা মা।

উদামকামাদিপশূন্ত নিহতা
জ্ঞানসিন। দেহি পদে ভবায়াঃ।
দয়াময়ীবজ্ঞসতীবৃদ্ধং
কলঙ্কিতং ম। কৃষু শোণিতেন। ৪১॥

জ্ঞানরূপ খড়গ ধারা ছরস্ত কামাদি পশুকে
ছেদন করিয়া ভবানীর পদে অর্পণ কর। সেই
দয়ময়ীর পূজার ন্যায় পবিত্র যজ্ঞ আর নাই ; সে
যজ্ঞ জীবহিংসার রূপে কলঙ্কিত করিয়া ন। ৪১।

দেব্যাং পূর্বষ্টাৎ রুতজ্ঞহত্যাঃ
কাজ্জিতে কল্যাণকরীং পাণ্ডিত যে।
স্থানভূমি তে গরলং পিবস্তঃ
খস্যে মৃত্যুং অবরাহ্মর্যক্তি। ৪২॥

যে ব্যক্তি দেবতার পূজায় জীবহত্যা। কারিয়া
সৃষ্টি কামনা করে, সেই হতভাগ্য স্থঃ। বলিয়া
বিষ পান করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া
আনে। ৪২।

স্মর্তিবে যতে বত জীবায়তত।
মতে মনীরে হন্দি খঙ্কাপাতন।
প্রাণ। বমহ্লীব চ শোণিতঃ মে
বিরূপি চাঞ্চ মূঢ়িব চিত্তম। ৪৩॥
দেবতার পূজায় জীবন্ত্যায় কথা মনে করিলেই
আমার, হৃদয়ে যেন খড়গায়ত হয়! আত্মাপুরুষ
হাহাকার করে! আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া
যায় এবং প্রাণ যেন রক্ত বন্ধন করিতে থাকে! ॥৪৩॥

দূরেহস্ত পূজা তব দেবি ছর্গে।
নাচৈব চেতো ব্রতায়ুপাতি।
স্নাম গুহনু পরমুচ্ছি লোকঃ
খঙ্গং কথং পায়ন্তে ন জানেন ॥৪৪॥

মা ছর্গ! তোমার পূজা দূরে থাকু, তোমার
নাম করিলেই চিত্ত দয়ারসস গলিয়া যায়। জানিনা
তোমার নাম করিতে করিতে লোকে কিরূপে
অন্যের মাথায় খড়গায়ত করে! ॥৪৪॥

কিং নির্দিষ্ট ব্রহ্মময়! ব্যেমবং
যৎ প্রীয়স্য প্রাণিবধেন মাতঃ।
শাস্ত্র নু পাপং, করণাময়ী ত্বং
দৈব নাস্তি ত্বঃ কি কিঞ্চিদতি ॥৪৫॥

হই মা! ব্রহ্মময়! তুমি কি এতই নির্দিষ্ট যে,
প্রাণিহত্যায় সমস্ত হও? না না,—ও কথা মুখে
আনিলেও পাপ হয়; তুমি দয়াময়ী, তোমাতে
দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। ॥৪৫॥
কর্মফল তারা যার চরণে সংস্রা, 
বিশেষ সেবায় আত্মা যে দেয় চালিয়া, 
শ্রবণের ধারাসম অজ্জন্ত ধারায় 
তারা মা কল্যাণ তার চালেন মাথায়। ৪৬।

তুমিদের আত্মা নিত্য দৈত্য দৃশ্যন্ত হতে।
করণের ধারার হি যে হি
তার সেবকস্তারিণী তে যথার্থ। ৪৭।

হিমাদ্রির হিমলাশী আত্মপে যেমন,
তোমরা পরের দৃঢ় হলে যার মন;
সহ্য ধারায় ঝরে করণ যাহার,
যথার্থ সেবক সেই তারা মা ! তোমার। ৪৭।

তামে দৃষ্টা সর্বত্র সর্বত্র সমস্তেহৎ।
সর্বত্র ভৃত্তিতে যুক্ত স তারে তব সেবকে। ৪৮।
সর্বভুতে তোমাকেই হেরি বিদ্যমান,
প্রণয় সবারি প্রতি যে করে সমান।
সবারি কল্যাণ তরে সঁপে মন প্রাণ,
তোমার সেবক তারা ! সেই ভাগ্যবানু॥৪৮॥

বিশ্ব সমস্ত ভবন্ত যদীরঃ
তমেব হে তারিণি ! যজ্ঞ মাতা।
সর্বে চ জীবঃ বক্ষুং বর্গাঃ
সেবকস্তেঃ কালিবিশ্ববনু ॥ ৪৯॥

সমস্ত বিশ্বই যার গৃহ আপনার,
তোমা বিনা অন্য মাতা নাহিক যাহার ;
যাহার সমস্ত জীব নিজ পরিবার,
যথার্থ সেবক সেই তারা মা ! তোমার ॥৪৯॥

দয়াময়ী তারা তুমি, দয়া তব সাগ,
দয়া হ'তে প্রিয় বস্তু নাহিক তোমার ;
যে জন জীবের প্রতি দযা করে যত,
তারা মা ! তোমারি সেবা সেই করে তত ॥৫০॥
তারা মা।

তুষায়নেবাবিমুখা জম্ম যে
ছলকল্পার্দ্ধে ভবতি সক্তং।
জিজ্ঞসীতে দৃষ্টিপ্রীতিগদ্দং
হিতার স্বাস্তা হরিচন্দন। ৫১।

তারা মা। তোমার সেবা ছাড়িয়া যে হায়
মত হয় বিষয়, বিষয়-সেবায়,
দিব্য চন্দনের গম্ভী ছাড়ি সে অক্ষান
দূষিত শবের গম্ভী করয়ে আহ্রাণ। ৫১।

যাচে ন মাত্রসি দিবাপত্তাগান্
সালোকানায়াবিমুক্তিভাগাম্
সেবাধিকার ন দেহি মহৎ
হুক্তিক মুক্তিক তত্তাং ত্তি নৈব। ৫২।

না চাহি ঝগড়ের ভোগ হাতে যদি পাই,
সালোক্যাসায়ুজ্যা আদি মুক্তি নাহি চাই;
তাহা ছাড়া ভক্তি মুক্তি কিবা আছে আর ৫২।

(১) সালোক, সায়ুজ্যা, ভক্তি, ভগবান প্রভৃতি তেজে মুক্তি বিভিন্নপ্রকার।
সালোক—ভগবানের সহিত এক লোকে যাস। 'সায়ুজ্যা—ভগবানের সহিত
ধিলিয়া এক হওয়া। 'ভক্তি—ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা। 'ভগবান—
ভগবানের সহিত তুল্যরূপ হওয়া।
তারা মা।

সেবাত্রেন ন গৃহণতি নির্বাণমপি হস্তগম।
তব সেবানিযুক্ত সংসারো গোপাদায়েত ॥ ৫৩ ॥

tোমার সেবায় তৃণু যাহার হৃদয়,
দিলে নির্বাণমুক্তি সে কি তাহা লয়?
তোমার সেবক হয় যেই ভাগ্যবান
সংসার তাহার কাছে গোপণ-সমান ॥ ৫৩॥

সেবাং ন জানে ন চ মেহস্তি ভক্তিঃ
সাধ্যী মতিঃ মে কৃপয়া প্রবচ ।
তারে তব ব্রহ্মময়ি প্রসাদাং
বিষময় বৃক্ষাপি সুখাং প্রহৃতে ॥ ৫৪ ॥

জানি না তোমার সেবা, জানি না ভক্তি,
দয়া কোরে এ পাপীরে দাও মা ! হৃতিঃ
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! তব কৃপাবলে
বিষময় বিষুবেক স্থধাকল ফলে ॥ ৫৪॥

নমস্কার।

নমস্তে তে মহাদেবি স্থাপিত্যত্ত্বকারিরি !
মহাবিদ্যা পরারাধ্যে নরকার্ধবতারিরি ! ॥ ৫৫ ॥

হে স্থাপিত্যপ্রলয়কারিরি ! মহাদেবি ! তুমি
পরমারাধ্যা। মহাবিদ্যা, তুমি নরক-সমুদ্র হইতে

১৫/৫/২১/৪ হ ১৫/২/১৩৪৬-
জীবনকে উদ্ধার করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার । ৫৫।

অথবা মূলকার ব্যাপক বিশ্বকর্মণে ।
ঝড়নাটি ঝড়নাটনমঃত্র সর্বমঞ্চলে । ৫৬।

হে ঝড়নাটি! বিশ্বজনি! সর্বমঙ্গল। তুমি অথবা মূলকারে বিশ্বমগল ব্যাপিয়া আছ;
তোমাকে নমস্কার । ৫৬।

বরাহিকার তারে নমস্তে কর্ণালিনে৷ ।
অদ্যাপত্রহিতে মহামহিমারিনে৷ ৫৭।

হে বরাহিকারিনি! তারা! তুমি অনন্ত করুণা ও অসীম মহিমার আধার, তোমার আদি নাই,
অন্ত নাই, মধ্য নাই; তোমাকে নমস্কার । ৫৭।

নমস্তে সত্যঃ ধর্মায় ভবসাগরসত্বে৷
চৈত্যজ্যোতিঃ তৃল্যঃ সর্বর্কল্যাণৈতে৷ ৫৮।

তুমিই সত্য, তুমিই ধর্ম, তুমিই চৈত্য, তুমিই
জ্যোতি, তুমি ভবসাগরের সেতু এবং সর্বকল্যাণের
হেতু; তোমাকে নমস্কার । ৫৮।

নমস্তে সর্বজনি সর্বসত্তাতারিণি!৷
সর্বজনি নমস্তে সর্বসত্তাপারিণি! ৫৯।
হে সর্বসন্তানেরি সর্বজননি! তোমাকে নমস্কার; হে সর্বস্বরুথি! সর্বদুঃখনিবারিনি! তোমাকে নমস্কার। ৫৯।

ত্রিগুণে ত্রিগুণাতিতে বিভিন্নহরষতে।

শান্তিতে ময়ারূপে কষ্টত্রুপে নেমী তে ॥ ৬০॥

তুমি ত্রিগুণধারিনি অতীত ত্রিগুণাতিতা; র্ঘু

বিষু মেহেশ্বর তোমারি গুণগান করেন, তুমি

শান্তিরূপ, দয়ারূপ ও কস্মারূপ; তোমাকে

নমস্কার। ৬০।

সর্বভূতে তুভি নমঃ সর্বভূতে শরি।

নারায়ণি সর্বভূত পরমেশ্বরি শক্তি। ॥ ৬১॥

তুমি সমস্ত উপভোক্তা উত্তম, সর্বভূতের ও

ঈশ্বরী, তোমাকে নমস্কার; হে নারায়ণি! হে

পরমেশ্বরি! হে শক্তি! তোমাকে নমস্কার। ৬১।

নিরাকারে নিরাধারে নির্ভরে নির্ভরে নির্জননাম।

নির্ভরে নির্ভরে নিত্য নির্ভরে তুমি নিত্যে স্বতন্ত্র শান্ত নামাহ। ॥ ৬২॥

তুমি নিরাকারে ও নিরাধারে; তুমি সমস্ত

কলনাত অধিষ্ঠাতা, অজ্ঞান তোমাকে স্পর্শ করিতে

পারে না, তুমি উপাধিশূন্তা, তুমি শান্তনু, নিত্যা ও

নির্লিপ্তা; তোমাকে নমস্কার। ৬২।
তারা মা।

একসময় তোমার সহিত এই রূপ হউক, অথবা সত্যের সহিত তোমার সহিত হউক, তুমি ভক্তির প্রতি কৃপা করি। নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক;
তোমাকে নমস্কার। ৬৩।

সিদ্ধশৈল্য, সিদ্ধশৈল্য, সিদ্ধশৈল্য নমস্কার।
সেচ্ছাশৈল্য, সেচ্ছাশৈল্য, সেচ্ছাশৈল্য সনাতনী। ৬৪।

তুমি সিদ্ধশৈল্য, সিদ্ধশৈল্য ও সিদ্ধশৈল্য;
তুমি সনাতনী, সেচ্ছাশৈল্য ও স্বর্ণপূর্ণ ভাবে আবেঙ্গি, তুমি আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছ; তোমাকে নমস্কার। ৬৪।

তির্য্কশৈল্য সরুচি পুরঃ পুরঃ চ পার্থোং।
নমস্কার নমস্কার সর্বত্রেব নমস্কার। ৬৫।

উজ্বলনিকেতন, উজ্বলনিকেতন ও উজ্বলনিকেতন তোমাকে
নমস্কার; অংশ, পশ্চাত, ও দুই পার্শ্বে তোমাকে
নমস্কার; সকল দিকেই তোমাকে নমস্কার; বার-
বার তোমাকে নমস্কার। ৬৫।
নির্দেশনা

তেজনিকে মেহসী সৈব নানা
তো বেঙ্গল যে কায়মনোবচান্দ্রি।
তৌরিব স্তন্ত্র তৌরব পূজঃ
মাতুটিনির্দেশ হয়ে যে বিষমত। ৩৬॥

তুমি মোর কাছে কাছে আছে সদাই,
তোমা বিনা সঙ্গে মোর আর কেহ নাই ;
যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা কিছু বলি,
সাক্ষাত থাকিয়া তুমি জানিচ সকলি ;
তোমারি তো হাতে গড়া তোমারি কুমার,
আমি মা। তোমার কাছে কি জানাব আর। ৬৬॥

অভ্যর্থনা ষোড়শরণ মমেয়ং
ব্যাখ্যা করঃ মম ভক্তিরান্তাম।
তুমি প্রিয়ীসে যেন চ বিভরাতঃ
সদৈব তচ্ছব মতিমান্ত ৬৭॥

তোমার চরণে মোর এই মাঁ। মিনতি,
তোমাতেই থাকে যেন অচলা ভক্তি ;
তুমি যাহা তাল বাস হে বিখ্যাতনি।
করি যেন তাই আমি দিবসজনী। ৬৭।
তাত্ত্বিক আর্য্যস্‌নবতারিক্কাম:
দদাতি লোকঃ কৃত্তস্মাজ্জলিং তে।
অহং তু মাতঃ! পদমেব যাচে
ততেব মে কাঞ্জিতবন্ত সর্বং। ৬৮॥

'আয়ু, যশ, ধন, পুত্র, দাও মা! সকলি'
ইহো বলি' লোকে তোমা দেয় পুপ্পাজ্জলি; (১)
আমি কিন্তু যাচি শূধু ও পদ তোমার,
সমস্ত কাঞ্জিত বস্তু উহাই আমার। ৬৮॥

সংপাদগমেংশি নিবন্ধত্তুকঃ
ভবামি বহুঃ ন ভবগুলুকঃ।
শিশুঃ ফুলাতঃ সনালাসঃ কিং
পৃথিবি রমাণ্যাপি খেলনানি। ৬৯॥

ও পদকলে গো মা! পিপাসা আমার,
সংসারের প্রলোভনে ভুলিব না আর;
সন্ন্যাস তরে শিশু কাব্যিলে ফুরায়,
সুন্দর খেলনা দিলে লইতে কি চায়। ৬৯॥

(১) অভিভোক্তাকে পুপ্পাজ্জলি দিবার সময় আর্থনা করে;—

"আযুর্যেহি যশা দেহি ভাগ্যা ভগবতি দেহি মে।
পুত্রনা দেহি ধনঃ দেহি সর্বাঙ্ক কামাঙ্ক দেহি মে।"

—হে ভগবতি! আমার পরমায় দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও, ধন দাও, পুত্র
দাও, বা কিছু কামনা সকলি দাও।
ছে বিখ্যাতমুখি! বিমোহনসে জগৎ স্বং
নায়িকতন্ত্রম তু শঙ্করে মোহনায়।
জানাসি কিং ন হস্ত্রসুপি দিব্যহারং
সীতার্পিতং সপদি দূরমসো নিরাহৃৎ। ৭০॥

ভূবনমোহিনি! তুমি ভুলাও সবারে,
অন্য ধনে ভুলাইতে নারিবে আমারে;
জান না কি? সীতা যবে দিল রত্নহার,
দূরে ফেলি দিল তাহা পবনকুমার। ৭০॥

আনীর চন্দ্র নতনোহগি দব্যা
শঙ্কে সাগর মোহিয়ত্তু ন মাতঃ।
পদঃ পাদাবাকিতং কোঁটচন্দুঃ
তথম হাদি স্বং জননি! প্রক্ষু। ৭১॥

আকাশের চাঁদ যদি হাতে দাও তুলি,
তথ্যাপি তাহাতে গো মা! আমি নাহি তুলি;
কোটি চন্দ্র হারি মানে প্রভায় যাহার,
দাও গো! হৃদয়ে মোর সে পদ তোমার। ৭১॥

মাতৃনন্দনকীর্তিবিল্মজ্জিরঃ
শিশুর্ব্ব নেচ্ছি মিঠময়ঃ।
তথা নিলীনসং পদায়চ্চে তে
নেচ্ছান্ত নে স্রোতস্বধারসহপি। ৭২॥
শিশু যথা মার স্তনে লাগিয়ে রসনা
আর কোনো মিকটরস করে না বাসনা
তেরম্ব ও পাদপন্নে লেগে যেন রহি
দিলেও স্বর্গের স্থর্ণা যেন নাহি লাই ৭২

নাঝুক তে মৃত্যুহরাময়ত নে
চিন্তা চ চিন্তামণিবেতব নে
স্বপ্নাস্তুন্নম মন স্ত্যালক
নির্বাণমুক্তিভ তবাঙ্কে নে

তব নাম মৃত্যুহরারী ঔষধ আমার,
তব চিন্তা চ চিন্তামণি ঐশ্বর্যের সার;
উচ্চতম স্ত্যালক ও পদকুমল,
আমার নির্বাণমুক্তি তব অঙ্কতাল ৭৩।

ধ্যেয়াচ গেয়ে বরণীমেকাঙ
নিতাচ চ নৈমিত্তিকের কামচাঙ
হব্যাচ জ প্যাঙ চ তথাপি বেদচাঙ
সর্বেষ্পরি ! দ্ব মন সর্বমে ৭৪।

তুমি আরাধ্য বস্ত, তুমি মোর জ্ঞান,
তোমাকেই করি ধ্যান, তোমাকেই গান,
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, জপ, হোম, বলি,
সর্বেষ্পরি ! তুমি মোর সকালি সকালি ৭৪।
তারা মা।

তবেব সরস্বম মম জীবনত
স্ব জীবনং যাহিলিঙ তবেভং ॥
অরণ্যবাস মম সর্বনাশঃ
মনে সদীর্ঘ বিরহং তু তারে ॥ ৭৫ ॥

তুমি প্রাণের প্রাণ, সর্বনাশ আমার,
যাক প্রাণ ধন মান গৃহ পরিবার;
গুঞ্চা তারা॥ তোমা-হারা হইব যথবি,
সর্বনাশ বনবাস জানিব তথবি ॥ ৭৫ ॥

তবেহং প্রাণমন্দ্বো বিচ্ছেদদৃং পদে পদে ।
মা নিমেষার্দ্ধমণ্যু সত্যবিদ্ধল কেবলম্। ॥ ৭৬ ॥

যা কিছু স্নেহের বস্ত আছে এ ভূবনে,
বিচ্ছেদ ঘটিক মোর সে সবার সনে ;
কিছু মা! তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
তোমারে তিলার্ক যেন আমি না হারাই। ৭৬।

মাতহর্দি সং ন করোবি কিঞ্চিৎ
অসীতি রূদ্রিম্ম হস্তি ভীতিৎ।
নরসঙ্গ সর্বাণি মমেক্ষিলাণি
মান্তিত্ত্বরুদ্ধর্দয়াদু বাপৈত্ত। ॥ ৭৭ ॥

কিছু যদি নাই কর মা! আমার তরে,
“তুমি আছ” এই জান সর্ব ভয় হয়ে;
ইন্দ্রির সকলি মোর হঠক বিকল,
“তুমি আছ” এই জ্ঞান ধারক কেবল। ৭৭।

ত্যাগমগন্ত্ব নাম কুর্কোন্ত
ত্রিতাপদাঙ্গলিতো মমায়া।
সদ্ধঃ স্বল্লাভিলাঙ্গঘরাশি।
স্থথময়ে স্বাধিক্ষি মনজ্জিতীব॥ ৭৮॥

বখনি নিমগ্ন হই তোমার চিনতায়,
মা-মা বলো ডাকি আমি বখনি তোমায়;
ত্রিতাপের সব জল। জুড়াইয়া যায়,
তুলে যায় আত্মা যেন স্তাদ্র ধারায়। ৭৮।

সর্বাং তীর্থানি তপোনানি
সর্বে চ দেবাং সকলাশচ রেদাং।
একত্র পত্তাপি সমসমাবে
যদা হৃদি তং পদমাদথাসি॥ ৭৯॥

ত্রিভূবনে যত তীর্থ, যত তপোবন,
আগম নিমগ্ন যত, যত দেবগণ,
সমস্তই একাধারে হেরি বিদ্যামান,
তুমি মা! বখনি হৃদে কর আধিষ্ঠান। ৭৯।
তারা না।

শ্রাবণগুলিতে চন্দ্রবৃত্তি
মাতৃন-পশ্চামি ভবে জ্যোতিষ।
একার্ষে সমুদ্র ময়
দৃঢ় জগামাত্রয় বিভা ম। ৮০।

প্রাচীন তোমারি ভাবে সমস্ত হৃদয়,
তোমা বিনা ভবে কিছু দৃষ্ট নাহি হয়;
একার্ষেরে বিশ্ব যথা হয় জলময়, (১)
তেমনি না! মাতৃময় হেরি সমুদ্র। ৮০।

কে সে গৃহ বা কে চে সে কুঙ্কুমেং
কুঙ্কুমেং শনি সে মিত্রবুঞ্জ।
আমারি তৎ তম্মলি রাজ্ঞীদৃঢ়ে
ছায়াময়ে পুত্তলিকাবিলাসঃ ৮১।

কোথা আজি সে ভবন? কোথা পরিজন?
কোথা আজি শক্ত মৌর? কোথা মিত্রগণ?
রাত্রিকালে ছায়াবাজি পুত্তল যেমন
সে সকল মনে হয় নিশার সৃপন। ৮১।

(১) প্রলোকায় মহাদুর্গের জলে সমস্ত বস্তার্থ যায় গায়, স্তরের চিহ্ন
থেকে না, চতুর্দিক জলে একার্ষ হয়; প্রলোকায়ের সেই একমাত্র অসীম
জলাশয়ের প্রথমার্থ বলে।
তারা মা।

হ্রী বা পুরান্ত বা সন্তানাঙ্গণ বা
তং রূপহীনামৃতথথা সরুপ।
বা কাসি বা ভিতরি যত কুঞ্জ
তমোব মাতানি দয়ায়বী মে॥ ৮২ ॥

সাকারাই হও তুমি কিষ্টা নিরাকারা,
সন্তান বা গুণহীনা হও তুমি তারা।
প্রকৃতি, গুরুত্ব হও, যে হও সে হও,
এখানে সেখানে তুমি যেখানেই রও;
এইমাত্র শুধু আমি জানিয়াছি সার,—
তুমিই করুণাময়ী জননী আমার। ৮২।

কোহয় প্রদীপে বদ বেদ তদন্ত
ন খাঁ ব্যতিক্ষ্য নয়নের ব্যথি
ঈদং তু জানামারম্মবুধঃ
নান্তো গতিঃ পাতকিনাং বিনা সাং ॥ ৮৩ ॥

কি সাধ্য অপরে গো মা! জানিবে তোমারে,
আপনিই তুমি নাহি জান আপনারে;
এইমাত্র শুধু আমি জানি যুক্তমতি,—
তোম। বিনা পাতকীর নাহি অন্য গতি। ৮৩।
তারা মা

সং শান্তিরেব স্বর্দি শোকহতাশদত্বে
সদ্ভবনী ভন্ন স্মরণি মুতে চ দেহে ।
তঃ সকলেন্ত্রযজ্ঞসম্পত্তমঃ দীপঃ
সংসারসিক্ষিত্বেন তরণী দৃষ্টে দ্বে ॥ ৮৪ ॥

শোকদগ্ধ মনে তুমি শান্তির নিদান,
মৃতেপে সদ্ভবনী হৃদি কর দান ;
বিপদে অভয় তুমি আলোক আধারে,
তুমিই তরণী গো মা ! ভব-পারাবারে । ৮৫ ।

শোকেীষ হর্ষে ভবনে বনে বা
ঈশ্বরে পারেীতে নিশি বা দিরা বা ॥
অর্থিতে যে স্বং মরণে রণে বা
তেজাস্বর কেংপি ন করণীশঃ ॥ ৮৫ ॥

হরিবে, বিযাদে, বনে অথবা ভবনে,
দিনে, রাত্রে, জাগরণে অথবা স্মরণে,
রণে বা মরণে সদা যে ডাকে তেঁমারে,
কার সাধ্য তার মন্দ করিবারে পারে । ৮৫ ।

তৃতিবরে স্ত্রীরভক্তিমূৎঃ
সন্তো ন সীমিত্তি ন চ ব্যথষ্টে ।
বিশেষ ন নস্তুস্তি গতেীখি নাশ্চ
ভুমামৃতঃ ভূঃততেত্ব নিত্যং ॥ ৮৬ ॥
তারা মা।

অচল। ভক্তি যার মা! তোমার পদে,
অবসম্ব নাহি হয় সে কয়ে বিপদে;
লয় পাইলেও বিধ নরে না সে জন,
জানে না সে রোগ শোক যাতন। কেমন;
অক্ষয় অনন্তকাল সেই ভাগ্যধর
চিদানন্দ-সুখ পান করে নিরন্তর। ৮৬।

স এব ধতোহত স এব পুণ্যঃ
ততঃ সুখী কোষ্ঠি জগতজ্ঞেহি।
স্তাঃ কামেস্তু কিল বে। বিদিষ্টা
ত্তাম্প্রিতসুরগাতলবয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

সেই জন পুণ্যবানু, ধন্য সেই জন,
ত্রিভূতে কেবা সুখী তাহার মতন;
তোমাকেই কামেস্তু জানিয়া যে জন
একান্ত হয়ে করে তোমারি ভজন। ৮৭।

স এব রাজা ভূবনেশ্বরতঃ
নমস্ত্যাগীপ্রসূতা দিীুশাঃ।
সিংহাসন সর্বপদোপরিপ্রিযঃ
পদে সমারোহি যজ্ঞীয়। ৮৮॥

সর্ববোধি উচ্চতম তোমার চরণ,
সেই সিংহাসনে যেই করে আরোহণ,
হইল আদি লোকপাল করে তার পূজা,
রাজরাজেশ্বর সেই তুবনের রাজ। ৮৮।

ধ্যান মে হৃদয়স্মৃত্যৎ সংরদ্ধবহিঃপ্রিয়ঃ।
নেতুঃ নিমিব্রহ্মক্রম্যপি করাশাহঃসহ। ৮৯॥

হৃদয়-আসনে মৌর তুমি মা! বসিয়া—
থাক যদি চিরকাল অচল। হইয়া,
বাহ্জজীন-শূর্য হ'লে যুগ শত শত
কাটাইতে পারি আমি নিমেষের মত। ৮৯।

নিমিষত মহাসিদ্ধো মহাক্রোহে পদিতঃ চ।
কালাহিনাপি দষ্টঃ ন মৃত্যুজ্জ্বল চেতে রূপা। ৯০॥

মহাসিদ্ধু-জলে আমি হ'লেও মগন,
গিরি-শূঙ্গ হ'তে মৌর হ'লেও পতন,
কালসর্পে করিলেও আমারে দংশন,
থাকিলে তোমার কুপা, না হয় মরণ। ৯০।

দাবাগ্রিপি শীতাঙ্গঃ স্ত্রিতায়ঃ নবিধে স্বরি।
শীতাঙ্গুপি দাবাগ্রিশ্চ দুরে যদি তিত্তিসি। ৯১॥

সম্মুখে তোমারে আমি হেরি যতক্ষণ,
দাবাগ্রিশ হৃদারাশি করে বরষণ।
তুমি যদি দূরে মোর কর অবস্থান,
স্থানশূন্তে আমি হয় দাবানি-সমান । ৯১ ।

স্ত্রীত্যাগসিদ্ধার্থি শীর্ষকুমরায়তে ।
তীব্রকাঠাকশ্যাপি নরনীতশ্চুকোমল ॥ ৯২ ॥

তোমার প্রসাদে গো মা ! খড়গ খরশান
শিরীষকৃষ্ণ-সম করি আমি জ্ঞান ;
স্তূতীকৃত কষ্টকনায় শর্যা যদি হয়,
নরনীত-সম তাহা হয় স্থখময় । ৯২ ।

চূর্ণিতাশেষভূবনান্‌ মহাপ্রমরামুড়তান্‌
মলয়ানিরবন্ধনো স্ত্রং চেদবসি মে হুদি ॥ ৯৩ ॥

চূর্ণ করি চরাচর এ তিন ভূবন
বহে যদি প্রলয়ের প্রচণ্ড পবন,
মলয়-পবন সম করি তাহা জ্ঞান,
তুমি যদি হুদে মোর কর অধিষ্ঠান । ৯৩ ।

স্বদ্যান্যোৎসাহাপ্রভা মে বৈকুণ্ঠব জয়তে ।
যাবদ্যানুচরাত্রাবন্ধনতে নরকোপমঃ ॥ ৯৪ ॥

বতক্ষণ করি আমি তোমারে ধেয়ান,
আমাত মোর হয় যেন বৈকুণ্ঠ-সমান ;
নেইনাত্র তারা৷ আমি তোমা৷ হারা হইঃ
অমনি নরকতুল্য হয়ে আমি রইঃ ৯৪।

থান বিম্বরামে৷ যদি তৈদে৷
প্রাণাত্মকতীৰ বপুনদীৰূং ।
সর্বো তোমাতু তামিন শ্রীশান্তঃ
বিরোধিত দৃষ্টিৱ চকিতৰা মমাস্থ। ৯৫।

তোমারে চাকিতে আমি ভুলি মা৷ যখনি,
প্রণ যেন দেহ ছাড়ি পলায় তখনি,
সকলি শ্রীশাননম ঘোর অন্ধকার—
হেরিয়া শীত্রে আত্মা করে হাহাকার। ৯৫।

প্রাণাত্মকতাহি ভবতী নহি বিম্বরামী—
তোজ়ক করোমি হুদয়ে শতশং প্রতিরক্ষা৷
হা বিম্বরামী চ তথাপি পদে পদেহঃ
কো বাছিত উজ্জ্বল হৃদয়ে। নুবি মৎসমানঃ ৯৬।

'প্রাণাত্মকে৷ তোমারে মা৷ ভুলির মা৷ আর'—
এ প্রতিজ্ঞা মনে মনে করি শত বার;
তবু হায়৷ পদে পদে ভুলি মা৷ তোমায়ঃ
মম সম হতভাবণ কে আছে ধরায়৷ ? ৯৬।
তারা মা।

স্বর্ণাঙ্গতেঃ স্বর্ণতেহদে প্রবিশামি সদ্যঃ
ধ্যানচয়তেশ নিপতামি স্নাত্তগুহেতেলে।
বিশ্বব্যসে বত তথাপি ময়া সুহৃদঃ
কো বাধতি ছাঁড়গতা মূর্তি মৎসমানঃ॥ ৯৭॥

তোমারে মৃত্যুলে ডুবি অমৃত-সাগরে,
ভুলিলেই পড়ি তপ্ত তৈলের ভিতরে;
তবু মা! তোমারে আমি ডুবি বারবার,
আমা হেন হতভাগ্য কেবা আছে আর?॥ ৯৭॥

দেহে হৃদপ্রবং সরদাহতাশচেৎ
ভূজে বিমার্গমি তে ন খলু ব্রঙ্গতি।
স্বতালঃ দোংপং শতশো হাদি শোকশৈলেঃ
চেতামি নৈব মন্দৌপ্যহনং পশুনাং॥ ৯৮॥

ধুক্ত পশু একবার খাইলে প্রহার,
পথ ছাড়ি বিপথে সে নাহি যায় আর;
মনুষ্য হইয়া কিন্তু আমার মতন—
পশুর অথব আর আছে কোন জন?
হদে বাজে শত শোক-শল্যের গ্রহার,
হায় মা! চেতনাত তবু না হয় আমার।॥ ৯৮॥
তারা মা।

স্তন্ত্র যথা করিলেন দৃঢ়শৃঙ্খলেন
বগাতি মন্তকচর্চা স্ত্রযুরমদম্যা।
অচ্ছেদয়ভক্তিনিগড়েন তথা পদে তে
ধন হে জগজ্জনিনি মায়াপি সন্ধানে।

শ্বুচু সৃষ্টিল দিয়া মাহুত যেমন
হৃদয়েন্ট হস্তীরে স্তন্ত্র করয়ে বন্ধন,
অচ্ছেদ্য ভক্তি-পাশে তুমিও তেমনি—
বাধ মৌরে নিজ পদে হে বিশ্বজ্ঞনিনি।

তবেব রাজাস হদয় মদীয়
কামাদিদতােত্য পরিমধ্যতে তৎ।
নিহত তান্ দেতাদিবনিশাশিনি স্বং
তারে হরাভৃত্য স্বর্যমের তিথঃ।

তারা মা। তোমারি রাজ্য হদয় আমার,
কামাদি দানবে তাহা করে ছাঁড়ার ;
দলিয়া দানবগণে দন্তজ্ঞদলনি।
আপনার রাজ্যে বাস করহ আপনি।

কোহং হস্তশ্রবণ সন্তি ভক্তঃ
মাতরমৈবাসি তথাপি জানে।
তবেহরমদ্ভেব হি তারিণী স্বং
নরামনঃ কোহং ময়া সমানঃ।
আছে তব কত ভক্ত, আমি কোন ছায়,
তরু মা! আমারি তুমি জানিয়াছি সার;
অধমে তরাও তুমি অধম-তারিণি!
মম সম নরাধম কে আছে জননি! ! ১০১।

বালোঁহী জীবেৎ জননীং বিনা চেৎ
মীনোঁহী জীবেৎ সলিং বিনা চেৎ।
রুটিং বিনা বা যদি শতজাতং
জীবামি নাৎ তু বিনা দয়া বে তে। ১০২।

শিশু যদযু বাঁচে জননী-বিহনে,
জলাশয় বিনা যদি বাঁচে মৎস্যগণে,
শশ্বরূ যদযু বাঁচে বিনা বর্ষণে,
তব দয়া বিনা আমি বাঁচিনা জীবনে। ১০২।

স্রেহ: শিশো মাতৃকৃতি যাবানু
স্রেহততোং নেকসুপার্কিতে।
অদর্শনাং কেবলমতংনাযঃ
স্঵ঃ মাত্রাময়ীভিত্তা ময়াসি। ১০৩।

যে স্রেহ শিশুর প্রতি হয় তার মায়,
তার শতজাত স্রেহ তার। মা! তোমার;
তারা মা।

তবে যে তোমারে আমি ডাকি মা বলিয়া,
মা ছাড়া যে অন্য নাম না পাই খুঁজিয়া। ১০৩।

য়দিন নিপাতশ্চিৎ মাত্র ব্যসনেন্দ্রীয়ীং
সা তে দৈহিত্য করুণাময় মহাসীমা।।
যৎ তাড়নং প্রকৃতে তনয়েষু মাতা।
তৎ কেবলং নিজস্বত্ত্ব সৃষ্টিনন্দ। ১০৪।

আমারে যে দৃঢ় তুমি দাও বার বার,
দয়াময়ি। সেও তব করুণা অপার;
আপন পুত্রকে মাতা তাড়না যে করে,
সে কেবল সন্তানের মঙ্গলের তরে। ১০৪।

পদ্মায় স্বং কচিচ্চবাচাগ্যাং
দয়াময়ী ত্বঃ ব্যাপীচ্ছাং কদাচিত।
মাতঃ কদাচিৎ কিৎ কুরুস্ক কথঃ বা
জ্ঞাতঃ ন শক্রঃ মূঢ়ি মূঢ়ি চিত্ত্বয়।। ১০৫॥

উঘচণ্ডা-বেশে কদু দেখাইছ ভয়,
দয়াময়ী-বেশে কদু দিতেছ অভয়;
কখনু কি কর গো মা ! কি ভাবে আসিয়া,
কিছুই ভুঁজিতে নারি ভাবিয়া চিন্তিয়া। ১০৫।
তারা মা

সদাশিবে যৎ কুরং শিশিং তৎ
অহং তু পাপীত্যাগং বিশ্বুম্ভে ।
কার্যেৎ হুমং হাস্যদি মঙ্গলায়ঃ
তদমুদ্দুপ্তে পুলরং রক্ষেতাম ॥ ১০৬ ॥

যা কর সর্বমঙ্গল! সকলি মঙ্গল,
পাপী আমি তাই তাহে ভাবি অমঙ্গল;
মঙ্গলার কার্যে যদি হৈত অমঙ্গল,
তবে কবে চন্দ্র সূর্য্য যেতে। রসাতল । ১০৬ ।

সদাশিবে তে শিবেষে সর্বং
মূর্তঃ হং তদবিপঃ রত্মীক্ষে ।
কলকঃ তাদী দীপখুশ্যঃ
ন সত্যেৎ মূল্যেদ্বং কদাপি ॥ ১০৭ ॥

যা কর সর্বমঙ্গল! সকলি মঙ্গল,
মূচ্ আমি তাই তাহে হেরি অমঙ্গল;
প্রদীপ্ত সূর্য্যব যদি ত্রো কালিমায়,
তথ্যাপি অশুভ নাহি সত্যেতে ভোমায়। ১০৭ ।

নান্দে সময়ি! সং যৎ করোধি শিবে তৎ ।
ইতি প্রদ্যোগ মেহস্ত প্রলোচ্যেন পাণ্ডবিনী। ২০৮ ॥

যা কর মা ব্রহ্মর্ষি! তাহাই মঙ্গল,
এ বিশাখ থাকে বেন আমাতে অচল;
সমস্ত বন্ধুগণ যদি যায় বসাতেলে, 
তোমাতে বিশ্বাস যেন তথ্যপি না টেলে। ১০৮।

কিং মানব। বিপদি রক্তচর্মের 
কে বাঁচি বন্ধুরিহ যেো বিপদাঙ্গ নিহতা। 
তামের যাত শ্বরূ করুণাময়ীঃ নাং 
যা হস্তি সর্ববিপদো নিজরেচ্ছৈব || ২০৯।

মানব! বিপদে তুমি হ'য়ে নিমগন, 
বন্ধু বাণীতে কেন লইছ শ্রণ? 
সংসারে এমন বন্ধু আছে কোনো জন? 
যে জন করিতে পারে বিপদ ভাঙ্গ;
দয়াময়ী তার। মাকে কর রে। আশ্রয়, 
যিনি মেনে করিলেই যায় সর্ব ভয়। ১০৯।

কর্ণারামযুতানি তে গুণকথাং শ্রোতুঃ তথালোকিতুৎ 
নেন্দ্রামযূতানি রূপমথিলভাঙ্গামূলক্ষারি তে। 
বিন্ধ্যারামযুতানি দেহি জননি জ্ঞান বক্তুঃ চ মে 
ত্বং শাম্যতি তত্ত্ব তত্ত্ব বিষয়ে ন স্বরসংখ্যেধিতি: || ১১০।

হে বিশ্বজননি! তোমার গুণকথা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে সহসা সহসা কর্ণ দাও; তোমার বিশ্বব্যাপী অনন্ত রূপ দর্শন করিবার জন্য আমাকে
তারা না।

সহস্র সহস্র চক্ষু দাও; 'তোমার নাম করিবার জন্য আমাকে সহস্র সহস্র জিহ্বা দাও। হই করে তোমার গুণ শুনিয়া, হই নয়নে তোমার রূপ দেখিয়া,' একটী জিহ্বায় তোমার নাম করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১১০।

মাতঃ রূপাময়ি! গুণানু কথায়মি কিং তে
সীদামি হনু গদিতুঃ ন সরস্তি বাচঃ।
অপৃশ্নপতকিণগণ খলচাধমিঃ বা।
শাকে দধাংগভর য ইহামহঃ স্ত্বঃ॥ ১১১॥

কি বলিব তব গুণ রূপাময়ি তারা!
বলিতে না সরে বাণী হই জ্ঞানহারা;
অম্পৃশ্ন চণ্ডৈল পাণী যে ডাকে তোমারে,
অমনি অভয় কোলে তুলে লও তারে। ১১১॥

যদীরশেভালবেত্তা বিশ্ব
সৌন্দর্যসিদ্ধাবিব স্বরমেতৎ।
ধ্বংস স্বর্যঃ স্ভঃ কিরতীমভিচ্যাং
যুহামিতি তারে! হি চিত্তং স্তুৎ॥ ১১২॥

কণামাত্র শোভা তব এ বিশ্ব পাইয়া
সৌন্দর্য-সাগরে যেন রয়েছে ভূবিয়া।
নিজে যে কতই শোভা ধর তুমি তারা।!
সে কথা তাবিলে আমি হই জ্ঞানহার। ১১২।

পীতাঙ্গসূক্ষ্মত্বি বিকাররোগী
বথা পিপাসাবিরিতিঃ ন বাতিঃ।
ত্বাম গৃহতি ন তথাপি তৃষ্ণঃ
পুলঃ পুনর্বংশঃ তেন্দ্রা তৃষ্ণ। ॥ ১১৩॥

যেমতি বিকারে রোগী যত জল খায়,
তত্তাই পিপাসা তার আরো রুদ্ধি পায়;
তেমতি মা। তব নাম করি আমি যত,
মিটে না মনের সাধ তৃষ্ণা বাড়ে তত। ১১৩।

তারে। সমুদ্রেক্ষণতারকা। মে
হৃদয়ের স্বং প্রভূতারকাসি।
বীক্ষে যথাীলিতলোচনস্ত্রং
বীক্ষে তথা মীলিতলোচননাহি। ॥ ১১৪॥

তারা গো। তুমিই মোর নয়নের তারা,
হৃদয়-আকাশে মোর তুমি ধ্রুবতারা।;
নয়ন মেলিয়া তোমায় নিরখি যেমন,
তেমনি নিরখি তোমায় মুদিয়া নয়ন। ১১৪।
তারা না। ৪৯

মাতত্ত্বব ধ্যানগতাত যদাত্ত
ভূমিধরায় মরণা তদেব।
তথ্যাত্মকত্বেমরণা মম স্যাত
স্বংকিং তদা শক্তি মাং বিহাতুমূ। ১১৫॥

তোমারি ধেয়ানে যবে রব নিমগন,
জীবন আমার যেন যায় মা ! তথ্য ;
তোমারি ধেয়ানে যদি পারি মা! মরিতে,
তা হ'লে তুমি কি আর পারিবে ফেলিতে?। ১১৫॥

যাবন্ত্ব ঢাইরামি ভবেত্ত্ব সত্তি
প্রবন্ত সায়াণি সহে স্থায়ে।
যে পর দেবি ! মমাত্যকালে
জহির নৈকান্তপদাশ্রিত মাং || ১১৬॥

তত দুঃখ আছে তবে দাও মা ! আমার,
সকল সহিব কর না ভাবিব তায় ;
এই ভিক্ষা—অন্ত্যকালে রেখো মা ! চরণে,
ফেলো না একান্ত তব পদাশ্রিত জনে। ১১৬॥

তারেতি নামেরয়তোংখুবাং
স্বাসাঃ গতিয়াস্তি কদাবস্তি মাঃ 
নাত্মব তারাবক্য প্রপক্তে নির্বাগমেষ্যামি বিধৃততাপঃ || ১১৭॥
তারা তারা বলিতে বলিতে বারবার
পড়িয়ে অন্তিম স্বাস কবে রে! আমার?
নাম করিলেই তারা কোলে দিবে স্থান,
জ্বুড়াইবে সব জ্বালা লভির নির্বাণ। ১১৭।

নির্বাণবৈদিক যথা প্রদীপঃ
নির্বাণমায়াতি সহক প্রদীপঃ
উচ্চার্য্য মা-নাম তথা তৃণুচেতঃ
নির্বাণমন্তে ব্রহ্ম জীব সদাঃ ॥ ১১৮।

তৈল ফুরাইলে নিবে প্রদীপ যখন,
বারেক জ্বলিয়া উঠে সতেজে যেমন,
অন্তিমে সতেজে তুমি মা বোলে তেমনি,
রে জীব! নির্বাণ লাভ করিও তখনি। ১১৮।

উদেতি তে পাপমতিবদেব
রে জীব! তারেতি বদানধবান
ত্রিমতঃ পাপমতীতি দৃঢঃ
বীতঅরঃ শাক্তিযোগতি চেতঃ ॥ ১১৯।

যখনি পাপেতে মতি হইবে তোমার,
তারা তারা বোলে জীব! ডেকো! বারবার,।


রূপ নাম করিবামাত্র দূরে যাবে পাপ,
শীতল হইবে প্রাণ, জুড়াবে সন্তাপ। ১১৯।

'কৃত্তৈতেচোর! ত্বমৈধিহি দূরং
হরিং ন মামেব তবাকাশ।'
জাগিতি তার। হৃদয়ে মদীয়ে
যা হষ্ঠ্যাপানেন কৃত্তৈতেতীঃ। ১২০।

কৃত্তার্ক-তক্তক! দূরে কর পলায়ন,
আমায়ে হরিতে তুমি এস না এখন;
পুড়ে মরে কোটি শুধ কটাক্ষেই যার,
সেই তার। হৃদি-মধ্যে জাগিতে আমার। ১২০।

বিশ্বজ্ঞানপদসম্পন্নজীবিতি মাং
রে ব্যাধিহরণ পরিতাপরত প্রকাশঃ
উৎক্ষণ্জীবনন্ডনোৎসঙ্গভবত্তত্ত্বঃ কি?
আলাং চিতানলশৈলেবিং দুহমাং। ১২১।

যে ধ্যায় আছু আজি ওহে ব্যাধিঙ্গণ।
যত পার তত মৌর কররহ পীড়ন;
বিশ্বজ্ঞানীয় পদে সংপর্চিা জীবন,
নহে ত আমার প্রাণ আমার এখন।
২২

তারামা।

শত শত চিতানলে যদ্যপি পোড়াইঃ
প্রণামশুন্না দেহ তাহে যাতনা কি পায় ?। ১২১।
তুভাং সমর্পিতে মাতঃ ! কা চিন্তা যম জীবনে।
কষ্ঠিন্তাং কুক্ত তু রূপো বিক্রীতত্ব পশোং কুতে ॥ ১২২ ॥
তারামা ! জীবন আমি সংগেছি ও পায়,
রাখ রাখ, মার মার, আমার কি দায় ?
অন্যকে আপন পশু বেচেছে যে জন,  
সে কি আর ভাবে সেই পশুর কারণ ?। ১২২।

সন্তানি হৃদখানি প্রথচ তারে ।
সন্তানি হৃদখানি সহে সন্তান
সহে ন তে বিন্ধুতহং তথমেব ॥ ১২৩ ॥

যত দুঃখ দাও তারামা ! সহিব সকলি,
কেবল তোমারে যেন কভু নাহি ভুলি ;
যে যাতনায় যেন গো মা ! ভুলিলে তোমায়,
তার কাছে অন্য দুঃখ স্বধে সহা যাব। ১২৩।

জান ন জানামি ন বেদি ভক্তিঃ
স্নতভাসে হতভগদেহঃ ।
জীবামি নে নাম বিনা যতস্তে
মাতস্ততদ্বাং মুহর্নাঙ্‌ ব্রামি ॥ ১২৪ ॥
ভক্তি কাহাকে বলে কারে বলে জ্ঞান,
বুঝি না বুঝি না আমি অভাগা সন্তান;
তবে যে তোমারে আমি ডাকি মা! সদাই,
না ডাকিলে প্রাণে মরি ডাকি আমি তাই। ১২৪।

বিদায়মানঃ পুরতোং পি গেহঃ
দারাহতাবীনঃ হৃদমানান ।
দৃষ্টী মনো নৈব নিমেষমাত্রঃ
চূর্তঃ মমাস্তঃ তব পাদাপ্রতাঃ ॥ ১২৫ ॥

কেহ যদি ঘর বাড়ি পোড়ায় আমার,
সম্প্রতি স্ত্রী-পুত্রগণে করয়ে সংহার;
তব পাদপদ্মা হ'তে তথাপি হৃদয়
ক্ষণমাত্র যেন নাই বিচলিত হয়। ১২৫।

দদাতু ছুঁক্ষানি তবঃ একামঃ
মাতততো। মে বদ কাঁথি হানিঃ।
জীবামি যাবৎ তব নাম গঙ্গুন
আহমি ছুঁক্ষানি পদাহঠিলাম। ॥ ১২৬॥

যতই যাতনা। মোরে দিক্কু না সংসার,
তারা মা! তাহাতে বল! কি ক্ষতি আমার?
যতক্ষণ বাঁচি আমি ডাকি মা! তোমায়,
পদাঘাত করি সব দুঃখের মাধ্যায়। ১২৬।
তারা না।

ন রোগশোক্তা নহি যজ্ঞ সৃষ্টি
ন দেষহিসাবৃত্তবর্জনানি।
অনন্তনিত্যাণমনতুপশ্চিম|
বজ্জন্ত তথ্য পদময। দেহনি। ১২৭।

নাহি যথা রোগ শোক মরণ যাতনা,
নাহি যথা হিংসা দেষ মিষ্টা প্রবন্ধনা।
যথায় অনন্ত শাক্তি অনন্ত নির্বাণ,
ও মা তারা। সেই পদ কর মৌরে দান। ১২৭।

বর্ষক্ত পুন্তমিশ্র স্ব ভূন্তন্ত।
বজ্জন্ত বা মধ্যবর্ত ক্ষেপন্ত।
অহঃ তব ধ্যানবিলুপ্তসংঞ্জঃ
বহস্তি পুন্তমি সমানি মঠে। ১২৮।

মিত্রগণ পুর্ণবৃষ্টিকরুক মাধ্যায়,
শক্রগণ শত বজ্জ মারক আমায়।
তোমার ধর্মে আমি হারাইলে জান,
পুষ্প আর বজ্জ মৌর উভয় সমান। ১২৮।

পাণী মনসৈব তথা মামায়।
তুমোল যাত্র মম সর্বভেব।
তারেহসম। শূন্য পতিত বপুর্মে
কিং জীবিতো বাম্বী মৃতো ন জানন। ১২৯।
মন প্রাণ আত্মা। মোর শ্বরীর ছাড়িয়া,
সকলি তোমার কাছে গিয়াছে চলিয়া;
তারা মা ! এ শৃঙ্খল দেহ রয়েছে পড়িয়া,
জানিনা মরেছি কিন্তু রয়েছি বাঁচিয়া। ১২৯।

ধিক জুট কর্ষাপি ধিগন্ত তন্ত
নরাধমঃ কোত্তি ততোহথিকে বা।
তাং মাতরঃ বঃ শূরতন্তাত্রিং
স্বরত্যেহঃ নৈব দিনক্ষরভেহঃ। ১৩০॥

ধিকু থাকু জন্মে তার, কর্ষে ধিকু তার,
তার চেয়ে নরাধম কে বা আছে অ঍র?
শুক্রনোক্ষ্যপ্রদায়িনি ! তারা-মা ! তো মাকে
দিনামতেও মা বলিয়া ভে জন না তাকে। ১৩০॥

বিহায় যো চূর্ণতিনাশিনি ! তাং
সংসারমায়ানুভূক্তেন নুস্পঃ।
ভুজেব মীনে বর্ষাগ্রভূক্তঃ
বিনাশমায়াতি স মন্দবুদ্ধি। ১৩১॥

চূর্ণতিনাশিনি তারা ! ছাড়িয়া তোমায়,
যে জন বিমূঢ় হয় সংসার-মায়ায়,
বড়শির টোপে মৎস্য ভুলিয়া যেমন
তেমনি সে মূচ্ছতি হারায় জীবন। ১৩১।
তারা মা।

অষ্টোহ্স্মি মুর্তনাহি মেহস্তি চক্ষু ।
স্মারকারে ন বিলোকনামি ।
স্মারকৃষ্ণমণিবিদ্ধিকারে ।
দ্বীনায় মে দর্শনমদা দেহি ॥ ১৩২॥

ও জননি! অষ্ট্য আমি দৃষ্টি মোর নাই, অষ্ট্যকারে আমি তোমার দেখিতে না পাই; অঞ্জারে মাণিক তুমি অঙ্কের নয়ন, দয়া কোরে অভাগারে দাও দরশন । ১৩২।

গুজান্যুক্তেহ্পি ন ভক্তিহীনঃ
ক্ষুং সমর্থচরণঃ ক্ষীণমৃ।
গুজান্যুক্তেহ্পি বিনা উদ্দীপঃ
গাঢ়াঙ্গকারে কিমু বেদিতি মার্গঃ ॥ ১৩৩॥

শাস্ত্রাঙ্গান আছে কিন্তু ভক্তি নাহি যার, সে নাহি দেখিতে পায় চরণ তোমার; ভাল চক্ষু থাকিলেও গভীর অঞ্জারে— বিনা দীপে পথ কেহ চিনিতে কি পারে? ১৩৩।

তারে স্মৃতা তে হুদি বালসা মে
বদামি কিং বা নতু বেদিয়ে মূছঃ।
যদেন বাঙ্গিং জন্মীব বালঃ
মাং শিক্ষর স্মৃতকথাং জ্ঞীয়াম্ব: ॥ ১৩৪॥
বড় ইচ্ছা করে তারা ! তব গুণ গাই,
অজ্ঞ আমি কি বলিব ভাবিয়া না পাই ;
শিশুরে শিখায় কথা জননী যেমন,
আমারে তোমার কথা শিখাও তেমন। ১৩৪।

তারে ! সমাকর্ষি যঃ পদে তে
ন তঃ তবে কৌণ্পি নিবধ্রুমীশঃ।
সহস্রমায়মরদামবল্কান্
ছিল্লাং স নুনং তৃণবৎ স্থধেন॥ ১৩৫॥

তারা মা ! তোমার পদে টান তুমি যারে,
কেহই অহারে আর বাঁধিতে না পারে ;
শত শত মায়াময় স্বৰূপ বন্ধন
তৃণসম অনায়াসে সে করে ছেদন। ১৩৫।

আয়ানন্তর হি গতির্গতীনাং
তঃ সারভূতা; হৃদয়ে মেহসি।
তঃ জীবনান্তি চ জীবনং মে;
তঃ কিং ধনং মেহসি ন বেদি তারে।॥ ১৩৬॥

তারা মা ! আত্মার আত্মা তুমিই আমার,
তুমিই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সার ;
তুমিই গতির গতি এ ভবে আমার,
বলিতে পারি না তুমি কিথন আমার।॥ ১৩৬।
ভালকে বিকট হাস্য, বাহ্য প্রসারিয়া।
ডুবন্ত কৃতাঞ্জলি চোখে আসিছে ধাহিয়া।
তারামা ! কোথাও আমি না পাই অভ্যন্ত,
তাই আজি তবে পদে লয়েছি আশ্রয় । ১৩৮।

তারা মা।

উমাতব্রু ভাস্মার্গি সে বদর্থন
ন রেংসি তাঁ মধ্যাহ্নে তবীবি
তুষু মনঃ। পশু বিকটবুদ্ধি
সর্বরূপ ভূতেবু সেদৈব তারামু। ১৩৭॥

ভুমিচ উমাত হোয়ে তুমি যার তবে,
জান না কি সে দেবতা তোমারি ভিতরে?
রে মন ! চাহিয়া দেখ ! ছাড়ি ভেদজ্ঞান—
সর্বনিচ সমভাবে তারা বিদ্যমান। ১৩৭।

কালঃ প্রসারিতকরো বিকটাভাস
পর্চাঁ প্রধাবতি রূপা বত মাং প্রহীতুঃ।
কুতাকু নৈব শমনাধর্ম ময়ান্তঃ
হে তারিণি। ভুমি মে শরণ তদদ্য ॥ ১৩৮॥

মুত্যোঃ করে নিপতিত গৃহাভাবমোহেহঃ
নে। নিততাতিজ্ঞনি মে কন্যামি কিং বা।
হে ভীতিহারি নিবারিণি পাতকানাং
তারে প্রয়োজ শরণ চরণেহভয়ে তে ॥ ১৩৯॥
অথম পাতকী আমি কি বল্লে আর?
পড়েছি কালের হাতে নাহিক,নিষ্ঠার;
কালভয়নিবারিণি! পতিতপাবনি!
অভয় চরণে আজি রাখ গো জননি!! ১৩৯।

সংসারের শতশল্যে শতশল্যে ধাতেঃ
নিবিষ্ণুমূখবিকলায় বিচেতনায়।
ছায়াঙ্গ বিশ্লেষকরণী চরণভ দরী
মাতঃ কুপাময় শিবে! কুস্ত মাং বিশ্লেষ। ১৪০।

সংসার-সময়ের শত শল্যের প্রাণ—
ভেদিল মরম মেয়ের সংজ্ঞা নাহি আর;
বিশ্লেষকী পদ-ছায়ার বীর্য দান
তারা মা! যাতনা মেয়ের করহ নির্বাণ। ১৪০।

অশ্রাস্তবাপ্তিরসিকীকর্ণক্ষং
মা-মেতি চার্তর্যমাহষয়ং।
অদ্যাপি মাং পশসি যদি তারে!
পাশণকামসি বিমূঢ়! সত্যস্থ। ১৪১।

মা-মা বোলে সকাতরে কণ্ঠি বারবার,
কেঁদে কেঁদে ছুটি চক্ষু গিয়াছে আমার;
তবু তারা! মেয়ের পানে দেখিলি না চেয়ে,
সত্য সত্য তুই কি মা! পাশণের মেয়ে??। ১৪১।
পুলীর মে তে যুক্ত এব রোষঃ
সহস্রদৈম্যমূর্মুি দুকিভেঙ্গি।
স্মৃত: কুপলেীথিক এব মাধুঃ
তে যত কথা মাত্র প্রতি নিমিতামী || ১৪২'।

সহস্র সহস্র যদি করি আমি দোষ,
তথ্যপি সংস্তানে তব সাজে কি মা ! রোষ ?
মায়ের অধিক টান কুপুরেই হয়,
তবে কেন মোর প্রতি হইলে নিদর্শন ?। ১৪২।

বদ্ধাতিং নিয়তং যদেব যুপিতং যথে যদালোকিতং
সত্তার্থে ক্ষুদ্রদারমিতেনভাবাশচারিত্র। লোহিতং।
সত্তার্থে চ মরা তুলীকৃতনিম্নং প্রেরাইপি মে জীবনং
তত দেহি পদং মদীয়হদয়ে মাত্রচিরারাধিতম || ১৪৩ ||

করি সদা যার ধানি যার অনুরূপঃ
নিশীথ-স্মৃনে যাহা করি দরশন,
যার তরে দারা সত্য আত্মীয় বৈভব
চিল ডেলা। সম আমি ভাবিয়াছি সব,
এ সংসারে সর্বোপরি প্রিয়তম প্রাণ
যার তরে তৃণতুল্য করিয়াছি জ্ঞান,
চির-সাধনার ধন সে পদ ভোমার
ও মা তারা ! হে মোর দাও একবার ! ১৪৩।
তারা মা।

বিষ্ণুংমা কোটিবিলাসিনি হৃদয়ে নে ব্রজধনে বিহী;।
মূলধাসরোজবাসিনি সুফাৰুধ্যে নেতিরিণী।।
সাব্দানন্দচতুষ্টয় দলচতুষ্টয়াৰুণ্ডরায়বন্ধুন্
জীবাল্মী। কুলকুঠিল। বঙ্গভে নির্বাণমেৰাবাক্যম্ ॥ ১৪৪ ॥

জাগো। কুলকুঠিলী। অহৃতদায়ীনি!।
বঙ্গভে। তার। গো মা। মঙ্গলুরীনি।।
কোটি বিষ্ণুতের কান্তি করিয়া বিশ্বার
মূলধার-চক্রে মোর জাগ একবার,
চতুষ্টয় চতুষ্টয় মধু করি পান,
লাভ জীবাল্মী। মোর অনুৰ্ব্ব নির্বাণ (১)। ১৪৪।

নামলুক্ত।

তমীঢ়ির গৌরবস যথা মাঁ
তথা বদামূব বিচারমুচ্ছ।।
বিহৃদম্বঃ পঞ্চমধ্যবাসী
কাদে ন কি শিক্ষিতমেব বাক্য ম। ১৪৫।

(১) যোগাধিনের জন্য যোগাধিকারের। দেহতোকে ছাড় তাগে বিভাগ
করিয়াচ্ছেন। এই চরণী তাগে 'ঘটচক্র' বা 'ঘটপদ' বলে। পাঙ্কু ও উপাঙ্কুর
মধ্যস্থলে চতুর্দশ পদাকার চক্রের নাম 'মূলধারচক্র'। 'কুলকুঠিলী' নামক
ব্রহ্মশিষ্যের আদায় বিয়া। ইহার নাম 'অধারচক্র', এবং শরীরে সন্ত নারী-
চক্রের মূলস্থান বিয়া। ইহার নাম 'মূলধারচক্র'। মূলধারচক্র চতুর্দশ পদাকার